বর্গাদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে গেলে বর্গাদার সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৫ হতে ২১ ধারায় বর্গাদার প্রসঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করা আছে। প্রথমে বর্গাদারের সংজ্ঞাটি পুনরায় স্মরণ করা যাক। ভূমি সংস্কার আইনের ২ নং ধারায় বর্গাদারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে 'আধি, বর্গা বা ভাগ প্রথায় যে ব্যক্তি অন্যের জমি চাষ করে ফসলের ভাগ সেই রায়তের হাতে তুলে দেয়; এবং যে ব্যক্তি কিসানী বা অন্য যে কোনো নামে চিহ্নিত প্রথায় অন্যের জমি চাষ করে সেই রায়তের হাত থেকে ফসলের ভাগ গ্রহণ করে সেই কৃষিকর্মীটিকে বর্গাদার বলা হয়।'

'বর্গাদার' এর এই সংজ্ঞার ভিতরে 'বর্গাদার' এর বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে। সেগুলি হল

(ক) **বর্গাদার অন্যের জমিতে চাষ করে।**

(খ) **সে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে না।**

(গ) **সে ফসলের ভাগ পায়।**

(গ) **উৎপন্ন ফসল অনুপাতে তার প্রাপ্য নির্ধারিত হয়।**

২০০০ সালের সংশোধনী আইনের বলে বর্গাদার কে হতে পারেন তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এটি এইরূপ : রায়তের পিতা, পিতামহ, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি তার জমিতে বর্গাদার হিসাবে গণ্য হতে পারবেন না। অন্যেরা হতে পারবেন।

এবারে ভূমি সংস্কার আইনের ধারা অনুযায়ী বর্গাদার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১৫ নং ধারায় বর্গাদার দ্বারা চাষ করা জমির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে বলা আছে।

(১) ৪ নং ধারার ৪ উপধারার 'খ' ও 'গ'-তে বলা আছে তা বর্গাদার দ্বারা চাষ হতে থাকা জমির ওপর প্রয়োগ করা যাবে না।

(২) বর্গাদার কর্তৃক চাষের অধিকার **উত্তরাধিকার** সূত্রে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ

পিতা বর্গাদার থাকলে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বর্গাদার হতে পারবে। কিন্তু এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তিতে বর্গা চাষের অধিকার **হস্তান্তর** করা যাবে না। **অর্থাৎ** বর্গাদার তার বর্গাচাষের অধিকার **বিক্রি** করতে পারবে না।

(৩) কোনো **রায়ত যদি তপশিলি উপজাতিভুক্ত হন এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন কোনো লোক** যদি সেই জমিতে বর্গাদার হতে চায় সেক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আইনের তৃতীয় **পরিচ্ছেদে** বর্গাদার সম্বন্ধে যে সকল বিধান দেওয়া আছে সেগুলি **প্রয়োগ করা যাবে না।**

১৫-এ। বর্গাদারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে চাষের অধিকার। কোনো জমিতে চাষ করতেন এমন কোনো বর্গাদারের মৃত্যু ঘটলে তার বৈধ উত্তরাধিকারী সেই জমিতে চাষের অধিকার পেয়ে সেই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই বৈধ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা একের বেশি হয় সেক্ষেত্রে তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যাকে স্থির করবেন সেই **একক** ব্যক্তি বর্গাদার হিসাবে কাজ করবেন।

যদি এই বৈধ উত্তরাধিকারীগণ নিজেদের মধ্যে একমত না হতে পারেন অথবা কোনোভাবে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ১৮(১) ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত অফিসার ওই মৃত বর্গাদারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যিনি **ব্যক্তিগতভাবে জমি চাষ করবার অবস্থায় আছেন** তাঁকে বর্গাদার হিসাবে মনোনীত করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বর্গাদার রুল ১৯৫৬-র **রুল ২এ** তে বৈধ উত্তরাধিকারী নির্ধারণের সময়সীমা এবং **মনোনয়নের** এবং ওই সংক্রান্ত **পদ্ধতির** কথা বলা আছে।

(১) এই রুলে বলা আছে মৃত বর্গাদারের একাধিক বৈধ উত্তরাধিকারী থাকলে তাঁরা **ওই বর্গাদারের মৃত্যুর তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে ১৫-এ (১) ধারা অনুযায়ী** নিজেদের মধ্যে থেকে **একজনকে** নির্দিষ্ট করবেন।

(২) যদি ওই বৈধ উত্তরাধিকারীগণ নিজেদের মধ্যে হতে কোনো এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট না করতে পারেন তখন তারা সকলে মিলে অথবা যে কেউ একজন অথবা ওই মৃত বর্গাদার যার জমিতে বর্গাদার হিসাবে চাষ করতেন সেই রায়ত ১৮(১) ধারায় নিযুক্ত অফিসারের কাছে **পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে** প্রয়োজনীয় বিবরণ সকল দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে **লিমিটেশন অ্যাক্ট ১৯৬৩-র ৫নং** ধারায় উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করা যাবে।

(৩) এ ধরনের আবেদন পাবার পরে ১৮(১) ধারায় নিযুক্ত অফিসার ওই জমিটির চাষবাসের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিকে বা ওই ব্যাপারে যার কোনো স্বার্থ আছে সেরূপ সকল ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিয়ে, যথাযোগ্য তদন্ত করে মৃত বর্গাদারের বৈধ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে থেকে এমন **একজনকে** মনোনীত করবেন যিনি ওই জমিতে **ব্যক্তিগতভাবে চাষ করবার** মতো **অবস্থায়** আছেন।

(৪) ওই **অফিসারকে বৈধ উত্তরাধিকারীদের আবেদনটি ৩০ দিনের মধ্যে ফয়সালা করতে হবে।** কোনো কারণে যদি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয় তাহলে সেই অপারগতার কারণগুলি লিখিত আকারে নথিভুক্ত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার রুল ২ বি-তে এইরূপভাবে নির্দিষ্ট অথবা মনোনীত উত্তরাধিকারীর কৃষিকাজের শর্তগুলি বলা আছে।

ওই মনোনীত বা নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী যত শীঘ্র সম্ভব ওই জমির রায়তকে এবং ওই এলাকার উপর ১৮ (১) ধারা বলে কর্তৃত্বসম্পন্ন অফিসারকে ওই জমি চাষে তার আগ্রহ আছে কিনা জানাবে, এবং জমিটি চাষের জন্য ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে আরো বলা আছে, যদি ওই জমির আশেপাশের জমির কৃষকেরা ইতিমধ্যেই চাষাবাদে রত থাকে সেক্ষেত্রে **৭ দিনের মধ্যে** তাকে চাষে নামতে হবে; আর যদি লাগোয়া জমিগুলিতে চাষের কাজ শুরু না হয়ে থাকে তাহলে চাষ শুরুর **১৫ দিনের মধ্যে** তাকে কাজে নামতে হবে।

যখন মৃত বর্গাদারের উত্তরাধিকারী, এবং ১৮(১) ধারা বলে ক্ষমতা সম্পন্ন অফিসার কেউই কোনো ভাবে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করতে না পারেন; সেক্ষেত্রে জমিটির রায়ত নিজের পছন্দসই কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে চাষবাস করাবেন।

১৬। বর্গাদারের দেয় ফসলের অংশ

(ক) যদি জমির মালিক অর্থাৎ রায়ত চাষ করবার জিনিসগুলি অর্থাৎ লাঙল, বলদ, সার এবং বীজ ইত্যাদি যা যা কৃষির পক্ষে প্রয়োজন তা সরবরাহ করে, তখন উৎপন্ন ফসল **৫০:৫০** হারে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ বর্গাদার ও রায়ত দুজনে সমান অংশে ফসল গ্রহণ করবে।

(খ) অন্য সকল ক্ষেত্রে **৭৫:২৫** হারে ফসল ভাগ হবে। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের ১২ আনা বর্গাদার পাবে, বাকি ৪ আনা রায়ত পাবে।

১৬(২) ধারায় বলা আছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্গাদার যাঁর জমিতে কৃষিকাজ করেন সেই রায়তকে উৎপন্ন ফসলের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেবেন। বর্গাদার রুলের ৩ নং রুলে বর্গাদার কিভাবে রায়তকে ফসলের অংশ বুঝিয়ে দেবেন তা বলা আছে। **এই সময়সীমা হল ফসল মাড়াই করবার তারিখ হতে পরবর্তী ৭ দিন।** এই সময়সীমার মধ্যে ফসলের অংশ রায়তকে দিতে হবে।

১৬(৩) ধারায় বলা আছে, বর্গাদার যে জমি চাষ করেন সেই জমির ফসলের অংশ গ্রহণের সময় বর্গাদার ও রায়ত প্রত্যেকে অন্য পক্ষকে একটা নির্দিষ্ট ফর্মে যে পরিমাণ ফসল পেয়েছেন বা দিয়েছেন তা উল্লেখ করে একটি রশিদ দেবেন। বর্গাদার রুলের ৩ নং অংশে বলা আছে, এ **রশিদের জন্য 'ফর্ম বি' ব্যবহার করতে হবে।** এখানে এই ফর্মটি তুলে দেওয়া হল।

FORM B

[See sub-rule (2) of Rule 3

Form of Receipt]

I do hereby acknowledge the receipt of

(particulars and quantity of the produce)

in full satisfaction of my claim of the share of the produce of the land described in the Schedule below for the period.....due to me as the owner/bargadar of the land.

The Schedule

Plot No........

Mauza..........

Police-station......

Name and address of the owner......

Name and address of the bargadar....... (Signature in full with date)

১৬(৪)। যে ব্যক্তির জমিতে বর্গাদার চাষ করছেন তিনি যদি বর্গাদার কর্তৃক প্রদত্ত ফসলের অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন অথবা যদি ওই ফসলের অংশগ্রহণ বাবদে রশিদ দিতে অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে বর্গাদার নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ওই ফসলের অংশ নির্দিষ্ট অফিসার বা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে বর্গাদার হিসাবে রায়তকে ফসলের অংশ তুলে দেবার দায় হতে অব্যহতি পাবেন। যদি রায়তের প্রাপ্য অংশ হতে এইরূপ জমা পড়ার পরিমাণ কিছু কম হয় তাহলে সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবার দায় বর্গাদারের থেকে যাবে। বর্গাদার রুল ৩-এর ৩-এ অংশে বলা আছে, রায়ত ফসল গ্রহণে অস্বীকার করলে অথবা ফসল গ্রহণ বাবদে রশিদ দিতে অস্বীকার করলে সেই ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে ১৮(১) ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট অফিসার বা কর্তৃপক্ষের কাছে বর্গাদার সেই ফসল জমা দিতে পারবে।

১৬(৫)। উপরোক্ত রূপে বর্গাদার নির্দিষ্ট অফিসার বা কর্তৃপক্ষের কাছে ফসল জমা দিলে ওই অফিসার বর্গাদারটিকে সে কত পরিমাণ ফসল জমা দিয়েছে এবং সে রায়তের উদ্দেশ্যে ফসল জমা পড়লে তার বিশদ বিবরণ উল্লেখ করে 'ফর্ম সি' অনুযায়ী একটি রশিদ দেবেন। এই ফর্ম-সি-র কথা বর্গাদার রুলের ৩(৪) অংশে বলা আছে। ফর্ম সি-র বয়ানটি নিম্নরূপ—

FORM C

[See sub-rule (4) of Rule 3]

Particular of receipt
(Counterfoil)
1. Serial No. or receipt
2. Date of deposit
3. Name and address of the bargadar making the deposit.
4. Name and address of the owner(s) of the land in whose favour the deposit is made.
5. Particulars of the land, the produce of which is deposited.
C.S. Plot No........................
Mauza....................

6. Period to which the produce deposited relates.
7. Particulars and quantity of the produce deposited.

....
Signature of the Officer receiving the deposit,

Particulars of receipt
(To be made over to the bargadar.)
1. Serial No. of receipt.
2. Date of deposit.
3. Name and address of the bargadar making the deposit
4. Name and address of the owner(s) of the land in whose favour the deposit is made.
5. Particulars of the land, the produce of which is deposited.
C.S. Plot No...............
Mauza..............
P.S..................
6. Period to which the produce deposited relates.
7. Particulars and quantity of the produce deposited.

....
Signature of the Officer receiving the deposit.

এই ১৬(৫) ধারায় খ অংশে আরো বলা আছে, ওই অফিসার বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রায়তটিকে বর্গাদার রুল ৩(৫) অনুযায়ী রেজিস্ট্রি পোস্টে জানাবেন যে চিঠি পাবার ১৫ দিনের মধ্যে রায়তটি যেন ওই কর্তৃপক্ষের কাছে এসে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ওই চিঠিতে আরো বলা থাকে যে, চিঠি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ফসলের অংশ বুঝে না নিলে সেই ফসল নিলাম করে দেওয়া হবে। নিলামের আয়োজনের সকল খরচ খরচা বাদ দিয়ে বাকি টাকা সরকারি ট্রেজারিতে রেভিনিউ ডিপোজিট হিসাবে জমা থাকবে এবং রায়ত পরবর্তীতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তুলতে পারবেন। এই চিঠির জন্য বর্গাদার রুল ৩(৫) অনুযায়ী 'ফর্ম ডি' ব্যবহার করা হয়। ফর্ম-ডি বয়ানটি নিম্নরূপ।

FORM D

[See sub-rule (5) of Rule 3]

To

Shri......

(Address).........

You are hereby that Shri...........of...........(address) claiming to be Bargadar in respect of plot No...........of mauza...........police-station deposited with the undersigned on................(dated) (particulars and quantity of produce) in your favour vide the officer recepit No.....

You are requested to take delivery of the said produce withing 15 days of the date or service on you of this intimation failing which it will be sold by the undersigned by the public auction to the higher bidder without further reference to you, and the proceeds of such sale, after deducting therefrom the cost of conducting the sale, will be deposited in the treasury in revenue deposit to your credit for withdrawl by you in due course.

(Officer or authority receiving the deposit)

১৬(৬)। ফর্ম ডি দ্বারা যে বক্তব্য রায়তকে জানানো হল তার পরেও যদি সেই অনুযায়ী তিনি কাজ না করেন, তখন আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অফিসার নিলাম করে ফসল বিক্রি করে, নিলাম খরচ বাদ দিয়ে সেই টাকা ট্রেজারিতে রেভিনিউ ডিপোজিট আকারে জমা রাখার যে ব্যবস্থা করেন; তা রায়তটিকে 'ফর্ম ই'-তে রেজিস্ট্রি পোস্টে জানাতে হবে। ওই ফর্ম-ই তে নিলাম খরচ বাদ দিয়ে জমা পড়া টাকা অঙ্কে ও ভাষায় উল্লেখ করে জমা দেওয়ার চালানের নম্বর এবং তারিখ জানানো থাকবে। এই 'ফর্ম ই' বর্গাদার রুল ৩(৫ এ) অনুযায়ী হবে। এর বয়ানটি দেওয়া হল—

FORM E

[See sub-rule (5A) of Rule 3]

To

Shri......

(Address).........

You are hereby informed that on your failure to take delivery within the prescribed period, of the share of produce deposited with the undersigned by Shri..........in your favour, it was sold and the sale proceeds thereof, less the cost of conducting the sale amounting to Rs......... (Rupees......), has been deposited in the treasury in revenue deposit to your credit vide challan No.........dated........for withdrawl by you in due course.

(Officer or authority receiving the deposit)

১৬(৭)। এই ধারায় বর্গাদার রায়তের ক্ষেত্রে চাষ করে যে ফসল উৎপন্ন করেন তা কোথায় জমা করবেন এবং ঝাড়াই মাড়াই করবেন তা বলা আছে।

(এ) যদি বর্গাদার ও রায়ত দুই পক্ষের যথেষ্ট সদ্ভাব বা উপযুক্ত বোঝাপড়া থাকে তাহলে যেখানে খুশি ঝাড়াই মাড়াই করতে পারে।

(বি) যেখানে উপরোক্ত বোঝাপড়ার ঘাটতি থাকে সেক্ষেত্রে বর্গাদার লিখিত আকারে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জমির মালিককে নোটিশ দিয়ে ফসল ঝাড়াই মাড়াই-এর স্থান জানিয়ে দেবেন। বর্গাদার রুল ৩(৬) অনুযায়ী তিনভাবে বর্গাদার জমির মালিককে নোটিশ দিতে পারবেন।

প্রথমত ঃ নিজে মালিকের সাথে দেখা করে নোটিশ ধরাতে পারেন, বা

দ্বিতীয়ত ঃ ওই নোটিশ জমির মালিকের পরিবারের যে কোনো অ্যাডাল্ট অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ সদস্যের হাতে তুলে দিতে পারেন, বা

তৃতীয়ত : রেজিস্ট্রি পোস্ট মারফতেও ওই লিখিত নোটিশ রায়তের ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।

১৬(এ)। যে জমিতে বর্গাদার কোনো চাষ করেছেন সেই জমির ফসল যদি ওই জমির মালিক কেটে নিয়ে চলে যান, সেক্ষেত্রে বর্গাদার তার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ ওই রায়তের থেকে আদায় করতে পারবে। ফসলের বদলে সমমূল্যের টাকা দিলেও চলবে।

১৭(১)। এই ধারায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতিতে কোনো বর্গাদারকে নির্দিষ্ট জমি চাষ করতে আইনগত ভাবে প্রতিরোধ করা যায় তা বর্ণনা করা আছে। অবশ্য রাজ্য সরকারের নিযুক্ত ও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসারের নির্দিষ্ট প্রথাগত আদেশ ছাড়া কোনো বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। নিম্নে যে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তার যে কোনো একটি বা তার অধিক কারণে নির্দিষ্ট অফিসার প্রথাগত পদ্ধতি অবলম্বন করে আদেশ দিলে তবেই বর্গাদারকে সেই জমিতে চাষের অধিকার থেকে সরানো যাবে। কারণগুলি হল—

(এ) বর্গাদারটি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জমিটিতে চাষ করেননি অথবা কৃষিকার্য ছাড়া অন্য কোনো রকম কাজে জমিটি ব্যবহার করছেন।

(বি) ওই জমিটির বর্গাদার ব্যক্তিগতভাবে চাষ করেন না।

(সি) বর্গাদার জমির মালিককে যে ক্ষেত্রে যেমন বিধান আছে সেই অনুযায়ী ফসলের ন্যায্য অংশ তুলে দেন না।

এক্ষেত্রে অবশ্য শর্ত থেকে যাচ্ছে যে, রায়তকে যদি ফসলের ভাগ বর্গাদার দিয়ে দেন বা ওই ভাগের বাজার মূল্য ধরে দেন অথবা নির্দিষ্ট অফিসারের বিবেচনা অনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা বা ফসল রায়তকে তুলে দেন, সেক্ষেত্রে বর্গাদারটির চাষ হতে উচ্ছেদ করা যাবে না।

(ডি) জমির মালিকের যদি সত্য সত্যই বর্গা জমিটি নিজের চাষের আওতায় আনার প্রয়োজন।

এখানে একটি শর্ত আছে। ধরা যাক জমির মালিক নিজে কিছু জমিতে চাষ করান অথবা করেন। ওই জমি এবং বর্গাদারকে যে জমি চাষের জন্য দেওয়া আছে, এ দুয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ালো তিন হেক্টর, সেক্ষেত্রে জমির মালিক বর্গাদারকে যেটুকু জমি দেওয়া আছে তা নিজের চাষের আওতায় আনতে পারবেন। কিন্তু যদি দুই প্রকার জমির মোট পরিমাণ তিন হেক্টরের বেশি হয় সেক্ষেত্রে বর্গাদারকে যতটা জমি দেওয়া আছে তার সমস্ত অংশ থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। অর্থাৎ জমির মালিক সব মিলিয়ে তিন হেক্টরের বেশি জমি বর্গাদারকে সরিয়ে নিজের চাষের আওতায় আনতে পারবেন না।

আরো একটি শর্ত আছে। সেটি হল বর্গাদার যে সকল জমি চাষ করেন, তার মোট পরিমাণ যদি এক হেক্টরের কম হয় সেক্ষেত্রে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। মনে করা যাক ক, খ, গ এই তিন মালিকের থেকে জমি নিয়ে ঘ নামে বর্গাদার মোট যে জমি চাষ করেন তা এক হেক্টরের কম। সেক্ষেত্রে ক, খ, গ কোনো রায়তই ঘ-কে কোনো জমি হতেই উচ্ছেদ করে নিজের চাষের আওতায় আনতে পারবেন না।

আইনে আরো বলা আছে, এই জমির মাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন ১৯৭০ চালু হওয়ার পরবর্তীকালে হস্তান্তর হওয়া জমিকে হিসেবের মধ্যে নেওয়া হবে না। আইনে আরো ব্যাখ্যা আছে, যে বর্গাদার যদি তাঁর বাড়ির লোক বা পরিবারের সদস্যদের দিয়ে জমিটি চাষ করান, তখন ধরে নিতে হবে সে জমি তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাষ করছেন এবং এই ধারার যেখানে বর্গাদার কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে চাষ না করলে উচ্ছেদের প্রসঙ্গ আসছে তার আওতায় তিনি পড়বেন না।

এখানে উল্লেখ্য যে এই ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসার বলতে ব্লক, মহকুমা ও জেলাস্তরে কর্মরত সকল রেভিনিউ অফিসার বা ভূমিসংস্কার অফিসারকে বোঝাবে।

১৭ (২)। যদি ১৭(১) ধারার (ডি) চিহ্নিত বাক্যাংশে যে উচ্ছেদের কথা বলা আছে সেইরকমভাবে উচ্ছেদের তারিখ হতে রায়ত যদি দুই বৎসরের মধ্যে ব্যক্তিগত চাষের আওতায় না আনতে পারেন; অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে চাষ করাতে থাকেন, তাহলে নির্দিষ্ট অফিসার নির্দিষ্ট পদ্ধতি পালন করে আদেশ দান মারফৎ ওই জমিটিকে রাজ্য সরকারে ভেস্ট করবেন। এজন্য অবশ্য ১৪ ভি [14 V] ধারা অনুযায়ী রায়ত টাকা পাবেন।

১৭(৩)। এটি বাতিল করা হয়েছে।

১৭(৪)। কোনো বর্গাদার চার হেক্টর জমি অপেক্ষা বেশি চাষ করতে পারবেন না। ধরা যাক, ক নামক বর্গাদার নিজে এক হেক্টর জমির মালিক। সেক্ষেত্রে তিনি

অন্যান্য রায়তের থেকে সর্বোচ্চ তিন হেক্টর জমি বর্গাদার হিসাবে চাষ করবার জন্য নিতে পারবেন।

১৭(৫) যদি দেখা যায়, একজন বর্গাদার চার হেক্টরের বেশি জমিতে চাষ করছেন তখন ওই বাড়তি জমিটুকুর ফসল কোনো রেভিনিউ অফিসারের আদেশক্রমে সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এখানে ফসল বলতে বর্গাদারের প্রাপ্য অংশ বোঝাবে।

আইনে বলা আছে যে, ১ নং উপধারার (ডি) চিহ্নিত বাক্যাংশ এবং ২ নং উপধারায় যে **'ব্যক্তিগত চাষ'** এর ধারণা দেওয়া হয়েছে সেখানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন এমন কোনো ব্যক্তির করা চাষকে রায়তের বা বর্গাদারের ব্যক্তিগত চাষ বলে গ্রাহ্য করা হবে না। এই পারিশ্রমিক শুধুমাত্র নগদ টাকায় হতে পারে, নগদ টাকা ও ফসল মিলিয়ে হতে পারে, এমন কি শুধু ফসল দিয়েও হতে পারে। যে কোনো ভাবেই হোক না কেন এটি **পারিশ্রমিক অর্থাৎ মজুরী আকারে** দেওয়া হচ্ছে কিনা এটিই আলোচনার বিষয়।

১৮(১)। এই ধারায় কতকগুলি বিষয়ে যদি বর্গাদার ও জমির মালিকের বিরোধ বাধে, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসার নিয়োগ করে তার মারফতে মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন। বিরোধের বিষয়গুলি নিম্নরূপ হতে পারে।

প্রথমত : জমিতে উৎপন্ন ফসলের ভাগ এবং ন্যায্য অংশ অন্য পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া,

দ্বিতীয়ত : ফসলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পুনরুদ্ধার (১৬ এ ধারা অনুযায়ী),

তৃতীয়ত : চাষ হতে বর্গাদারের উচ্ছেদ।

এখানে একটি শর্ত আছে ঃ বিরোধ বাধার তারিখ হতে বা ফসলের ভাগ না দেওয়ার তারিখ হতে তিন বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট অফিসারের কাছে দরখাস্ত আকারে উত্থাপন করতে হবে। **তিন বছরের মধ্যে বিষয়টি** পেশ না করা হলে তা গ্রাহ্য হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ধারায় ক্ষমতা সম্পন্ন অফিসার বলতে ব্লক, মহকুমা ও জেলাস্তরে কর্মরত সকল রেভিনিউ অফিসার বা ভূমিসংস্কার অফিসারকে বোঝাবে।

১৮(২)। ১ নং উপধারায় যে সকল বিরোধের কথা বলা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোনোভাবে এরূপ যদি প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো **একজন ব্যক্তি বর্গাদার কিনা** এবং কাকে ফসলের অংশ দিতে হবে—এই সকল ক্ষেত্রে ১৮ ধারার উপধারা ১ এ উল্লিখিত অফিসার মীমাংসা করবার অধিকারী।

বর্গাদার রুলের ৬ নং অংশে জমির মালিক অথবা বর্গাদার, অফিসারের কাছে মীমাংসার জন্য কিভাবে আবেদন করবেন তার পদ্ধতি বলা আছে। প্রতিটি দরখাস্তে আবেদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং তিনি সাক্ষর না হলে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের

ছাপ অর্থাৎ টিপছাপ থাকতে হবে। দরখাস্তে নিচের বিষয়গুলো থাকবে :—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

(খ) যদি আবেদনকারী বর্গাদার হন, তাহলে জমির মালিক অথবা রায়তের নাম ও ঠিকানা।

(গ) যদি জমির মালিক বা রায়ত আবেদনকারী হন, সেক্ষেত্রে বর্গাদারের নাম ও ঠিকানা,

(ঘ) যে জমি সম্পর্কে বিরোধ হচ্ছে, সেই জমির অবস্থান এবং বর্ণনা এমনভাবে দিতে হবে যাতে জমিটি চিনে নিতে কোনো অসুবিধা না থাকে, (প্রয়োজনে স্কেচ ম্যাপ দিয়ে দাগ নং ও জমির শ্রেণি উল্লেখ করতে হবে),

(ঙ) বিরোধের বিষয়টি অথবা বিষয়গুলি এবং আবেদনকারীর দাবী।

এই দরখাস্তের সাথে ৭৫ পয়সার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প দাখিল করতে হবে। অবশ্য একটি লোক বর্গাদার কি বর্গাদার নয় সেই নিয়ে বিরোধ বাধলে অর্থাৎ ১৮ (২) ধারা নিয়ে কোনো মীমাংসার ক্ষেত্রে প্লেন অর্থাৎ সাধারণ কাগজে কোনো রকম কোর্ট ফি ছাড়াই দরখাস্ত করা যাবে।

এই যে দরখাস্তের কথা বলা হলো এর সাথে বিপক্ষ ব্যক্তিগণকে যাতে নোটিশ পাঠানো যায় তার উপযুক্ত সংখ্যক ট্রু-কপি বা নকল জমা দিতে হবে। এখানে একটি বলার কথা আছে। আবেদনকারী ব্যক্তি যদি এমন ব্যক্তি হন যাঁর বিবাদীয় সম্পত্তি ছাড়া পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নেই সেক্ষেত্রে তিনি আবেদন করলে, অফিসার যদি মনে করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে নকল জমা দেওয়ার থেকে রেহাই দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অফিসার তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে নকল প্রস্তুত করাবেন এবং বিপক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নোটিশের সাথে সেই নকল পাঠাবেন।

বর্গাদার রুলের ৬(৩) নং উপধারায় বলা আছে, এই আবেদন আবেদনকারী নিজে করতে পারেন অথবা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে অথরাইজ করা প্রতিনিধির মারফৎ উপযুক্ত অফিসারের কাছে পাঠাতে পারেন। এখানে অফিসার বলতে বিবাদীয় জমিটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে ভূমি সংস্কার আইনের ১৮(১) ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসারকে বোঝানো হচ্ছে।

এখানে একটি শর্ত আছে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৭ নং, ১৮ এবং ১৯ বি ধারার ১ নং উপধারা বা ২০ বি নং ধারাতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার যখন বিবাদগুলি বিচার, বিবেচনা, মীমাংসার জন্য শুনানি করবেন তখন কোনো উকিল অ্যাডভোকেট বা ওই ধরনের কেউ, যিনি লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাক্ট ১৮৭৯

অনুযায়ী লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার অর্থাৎ আইনজীবী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন, সেরূপ ব্যক্তি কোনো পক্ষের হয়ে উপস্থিত হতে, সওয়াল করতে বা অন্য কোনো কিছু করতে পারবেন না। অবশ্য যদি ওই আইনজীবী নিজে ব্যক্তিগতভাবে ওই মামলায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ পার্টি হন, সেক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত হয়ে নিজের স্বার্থ সমর্থনে যে কোনো সাধারণ মানুষের মতোই বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন।

বর্গাদার রুলের ৬ (৪) অংশে বলা আছে, এই জাতীয় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার নিজে যেমনটি প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত মনে করবেন সেরকমভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান করে সমস্যার সমাধান করবেন। এই অনুসন্ধানের মধ্যে বিরোধীয় স্থানে হাজির হয়ে অনুসন্ধান অর্থাৎ অন দি স্পট এনকোয়ারি ও ইনসপেকশন অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিজ বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে আবেদনটির নিষ্পত্তি করবেন।

এই রুলে ব্যাখ্যা করা আছে যে, নানা সূত্রে অনুসন্ধান করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে তথ্য ও ঘটনা জানতে পারবেন তারই আলোকে তিনি সমস্যাটি মীমাংসা করবেন।

বর্গাদার রুলের ৬(৫) নং উপধারায় বলা আছে, আবেদন জমা পড়ার তারিখ হতে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের আবেদনের নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬(৫-এ) নং উপধারায় বলা আছে, একজন ব্যক্তি বর্গাদার কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার ও জমির রেকর্ড অফ রাইট অর্থাৎ খতিয়ানে কি মন্তব্য আছে সেটা দেখবেন। রেক অফ রাইট যদি প্রস্তুত না থাকে, সেক্ষেত্রে খসড়া বই দেখবেন এবং সর্বক্ষেত্রেই অন্যান্য সকল রকম সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বর্গাদার রুলের ৬(৬) ধারায় বলা আছে, শুনানীকালীন যে সকল তথ্য উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সহ পাওয়া গেছে এবং মামলাটির সম্পর্কে অফিসারের আদেশ যে সকল বিষয়গুলির ওপর নির্ভরশীল কেবলমাত্র সেইসব তথ্য ও ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে অফিসার তাঁর অর্ডারশীটে উল্লেখ করবেন। তাঁর অর্ডারে বিরোধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পয়েন্টগুলি এবং তাঁর আদেশের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি লিখিত থাকবে। ফসল ভাগাভাগি করার তারিখ, যা তিনি স্থির করলেন সেটিও তাঁর অর্ডারে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা থাকবে।

ভূমি সংস্কার আইনের ১৮(২এ) ধারায় বলা আছে, ১৮ (২) ধারায় উল্লিখিত যে কোনো প্রশ্ন মীমাংসার সময় অফিসার যদি দেখেন যে, বিবাদীয় জমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ভেস্ট হয়েছে কিনা এমন সন্দেহ করে যদি বর্গাদার মালিককে ফসল দিতে দেরী করে থাকে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওই কারণে বর্গাদারটিকে চাষ হতে উচ্ছেদ না করে তাঁকে কিস্তিতে কিস্তিতে মালিককে ফসলের ভাগ পৌঁছে দেবার

আদেশ দিতে পারেন। ফসলের ভাগের বদলে নগদ টাকাও দেওয়া যাবে। এই কিস্তিগুলি বছরে একটি কিস্তি হতে পারে। **তবে এরকম কিস্তি চারটের বেশি হবে না।** অর্থাৎ চারটি কিস্তিতে সময় দেয় ফসলের ভাগ বা টাকা শোধ করতে হবে। অর্ডার পাশ হবার ঠিক পরেই যে ১লা চৈত্র পড়ছে সেই তারিখের মধ্যে প্রথম কিস্তিটি দিতে হবে।

১৮(৩)। যেক্ষেত্রে ১৮(১) ধারার (এ.এ) বাক্যাংশে যেরূপ বলা আছে, সেই অনুযায়ী বর্গাদারের পক্ষে ফসল পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন এসে যায়, সেক্ষেত্রে মালিকের থেকে বর্গাদার তার নিজের অংশের প্রাপ্য ফসলের পরিমাণ ও বাজার মূল্য **দুটোই** স্পষ্টভাবে অফিসারের কাছে পেশ করা আবেদন পত্রে উল্লেখ করবে।

বর্গা সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আইনের **১৯** নং ধারাটি আপিলের জন্য নির্দিষ্ট আছে। ধারা ১৭, ১৮ অথবা ২১ (৩) অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে যে অঞ্চলে জমি অবস্থিত সেই অঞ্চলের ক্ষমতা সম্পন্ন কালেক্টরের নিকট আপিল করা যাবে। আপিলের শুনানী হবার পর নিষ্পত্তি হলে কালেক্টর তাঁর আদেশের একটি প্রতিলিপি পূর্বোক্ত অফিসারের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। বর্গাদার রুলের **৭ নং রুলে আপিলের পদ্ধতি** সম্বন্ধে বলা আছে। প্রতিটি আপিল মেমোরেন্ডাম আকারে পেশ করতে হবে। তাতে আপিল যিনি করেছেন তাঁর স্বাক্ষর ও বিষয়টি যে সত্য এ সম্পর্কে বক্তব্য অর্থাৎ ভেরিফিকেশন থাকবে। ১৯০৮ সালের কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর-এর শিডিউল ১ এর অর্ডার ৬ এর রুল ১৫-র সাবরুল ২ এবং ৩ অনুযায়ী এ ব্যবস্থা। যে অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হচ্ছে তার একটি অথেনটিকেটেড কপি অর্থাৎ সরকারি অফিস থেকে পাওয়া নকল মেমোরেন্ডামের সাথে দিতে হবে। এর সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে—

রুল ৭(২)। মেমোরেন্ডামের সাথে কোর্ট ফি দিতে হবে। এবং ১৮৭০ সালের কোর্ট ফিজ অ্যাক্টে যেমনভাবে বলা আছে সেই অনুযায়ী কোর্ট ফি জমা দিতে হবে।

রুল ৭(৩)। আপিলের আবেদন পেশ হলে পর আপিলের বিচারক, যে অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল, তাঁর নিকট হতে কেস রেকর্ড চেয়ে পাঠাবেন এবং উভয়পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে আপিলের নিষ্পত্তি করবেন।

রুল ৭(৪)। প্রতিটি আপিল পেশ হবার তারিখের থেকে এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হতে হবে।

বর্গাদার রুলের ১২ নং অংশে আপিল কেসগুলির কাগজপত্র কিভাবে সুরক্ষিত হবে, রেজিষ্টার করা থাকবে, তা বলা হয়েছে। ভাগ চাষ আপিলের রেজিষ্টার 'ফর্ম এ' অনুযায়ী তৈরি হবে। আপিলের রেকর্ডগুলি দুটো ফাইলে রাখতে হবে। তাদের নাম হবে **ফাইল বি** এবং **ফাইল সি**। ফাইল বি-তে থাকবে (ক) টেবিলের কাগজপত্র (খ) অর্ডার শীট (গ) আপিলের মেমোরেন্ডাম এবং জমির তালিকা (ঘ) অপর

পক্ষের আবেদন (ঙ) সিদ্ধান্ত নেওয়ার পয়েন্টগুলি (চ) প্রাথমিক আদেশ (ছ) আপিলের সাক্ষ্য ও প্রমাণ। অন্যান্য সকলরকম কাগজ ফাইল সি-তে থাকবে।

আপিল নিষ্পত্তি হবার মাস হতে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আপিলের রেকর্ডগুলি রেকর্ডরুমে রাখতে হবে। অবশ্য যে মামলা আগেই ডিসমিস হয়ে গেছে সেগুলি এর আওতায় পড়বে না। আপিলটি যদি কোনো সদর মহকুমা শাসকের কাছে করা হয়ে থাকে, তবে সেটি জেলা শাসকের রেকর্ড রুমে যাবে। আর অন্য ক্ষেত্রে মহকুমা রেকর্ডরুমে থাকবে। আপিলের পূর্ববর্তী অফিসারের আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ একসাথে থাকবে। যে আপিলগুলি ডিসমিস হয়ে যাবে, সেগুলি ডিসমিস হয়ে যাবার তারিখ হতে এক বৎসরের মধ্যে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফর্ম এ-তে ভাগচাষ আপিলের যে রেজিস্টারে কথা বলা হয়েছে সেটিও পূর্বে যেমন বলা আছে সেইরূপে নির্দিষ্ট রেকর্ডরুমে পাঠাতে হবে। ফাইল বি ১২ বৎসর; ফাইল সি ৩ বৎসর এবং রেজিস্টার ১৩ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এমন বলা আছে।

বর্গাদার রুলের ১১ নং ধারায় প্রসেস ফি'র কথা বলা আছে। মেমোরেন্ডাম অফ আপিল জমা দেওয়ার সময় যে সকল ব্যক্তি বা পক্ষগণকে নোটিশ দিতে হবে, তাদের প্রতিটি পক্ষের জন্য সাড়ে তিন টাকা হারে জমা দিতে হবে। এই ফি 'কোর্ট ফি স্ট্যাম্প' আকারে দিতে হয়।

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রসেস ফি ছাড় দিতে বিধান হয়েছে। 'অত্যন্ত দরিদ্র' বলতে সেই ধরনের ব্যক্তিকে বোঝাবে যার বিবাদীয় জমি ছাড়া ৫০০ টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নেই। তবে কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র কিনা সে ব্যাপারে আপিল অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ভূমি সংস্কার আইনের ১৯(এ) ধারায় বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ধারা নং ১৭, ১৮ অথবা ১৯ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ **পালন না করেন** বা **বিচ্যুত হন** সেক্ষেত্রে তিনি কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাস অবধি হতে পারে। এমনকি উভয় দণ্ডই কার্যকর হতে পারে। যদি ১৯৬৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার সংশোধনী আইন চালু হবার পর কোনো জমির মালিক বর্তমান **আইনকে লঙ্ঘন করে** তাঁর জমিতে কার্যরত **বর্গাদারকে উচ্ছেদ** করে দেন, বা তাকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য করেন, বা তাকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা চালান, সেক্ষেত্রে তিনি আইনের চোখে অপরাধী হবেন এবং সে অপরাধের দণ্ড হিসাবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়প্রকার দণ্ডই হতে পারে। এক্ষেত্রে কারাদণ্ডের মেয়াদ হল ছয় মাস, এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ এক হাজার টাকা অবধি হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি ১৬(৩) ধারার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে **ফসলের ভাগ গ্রহণের রশিদ দিতে অস্বীকার করেন**, সেক্ষেত্রে তাঁরও ওই একই ধরনের দণ্ড হবে।

১৯(বি) ধারায় বর্গাদারকে উচ্ছেদ হওয়া জমিতে বর্গাচাষে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার বিধানগুলি আছে।

উপধারা (১) এ বলা আছে যদি কোনো জমির মালিক বর্তমান আইনের ব্যবস্থাগুলিকে লঙ্ঘন করে তাঁর বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে দেন বা উচ্ছেদ হতে ব্যবস্থা করেন সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোনো অফিসার বর্গাদারের আবেদনক্রমে আদেশ দিতে পারেন যে—

(ক) জমিটির অবিলম্বে আবেদনকারীকে বর্গাদার হিসাবে চাষ করতে দিতে হবে। যদি জমিটির মালিক ইতিমধ্যে আবেদনকারী ভিন্ন অন্য কোনো লোককে দিয়ে চাষ করিয়ে থাকেন তাহলে ওই জমিতে উৎপন্ন ফসলের **৪০ শতাংশ রাজ্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে** এবং বাকি **৬০ শতাংশ আবেদনকারী** পাবেন।

(খ) সেক্ষেত্রে ওই জমিটি আবেদনকারী বর্গাদার ভিন্ন অন্য কেউ চাষ করেছেন সেক্ষেত্রে চাষের ঋতুর শেষে আবেদনকারী বর্গাদার জমিটি চাষের অধিকার ফিরে পাবেন। এই ক্ষেত্রে যে লোকটি চাষ করেছে সে উৎপন্ন ফসলের **২৫ শতাংশ পাবে এবং বাকি ৭৫ শতাংশ আবেদনকারী পাবেন**। এখানে একটি শর্ত আছে যে, বর্গাদার ওই জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার তারিখের দুই বৎসরের মধ্যে আবেদন করবেন। আরো শর্ত আছে যে, যদি একের বেশি ব্যক্তি এইরূপ আবেদনকারী হন অর্থাৎ একাধিক লোক যদি বর্গাচাষের অধিকার হতে উচ্ছেদ হয়ে অধিকার ফিরে পাবার জন্য আবেদন করেন—সেক্ষেত্রে যিনি **সর্বাধিক সময় ধরে জমিটি বর্গাদার হিসেবে চাষ করেছেন,** তাঁকেই যথার্থ ও ন্যায্য বর্গাদার হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্য ব্যক্তিরা বাদ যাবেন। আরো শর্ত আছে যে, একবার একটি আবেদন শুনানি হয়ে নিষ্পত্তি হবার পর নতুন আকারে একই প্রশ্ন একই বিষয়ে তোলা যাবে না। আইনে সর্বাধিক সময়ের ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। বলা আছে যে, ওই সর্বাধিক সময় বা দীর্ঘতম সময় একটানা বা ধারাবাহিক নাও হতে পারে কিন্তু দিন গুনতির হিসাবে যিনি বেশি সংখ্যক দিন বর্গাদার হিসাবে কাজ করেছেন, তিনিই সর্বাধিক সময় চাষ করেছেন ধরতে হবে।

পূর্ববর্তীতে যে শস্য সরকারে বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা আছে তা যদি উদ্ধার বা আদায় করতে না পারা যায় সেক্ষেত্রে ওই প্রাপ্য শস্যের ভাগের অর্থমূল্য বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট ১৯১৩ বলে সরকারি প্রাপ্য হিসাবে ঘোষিত হবে এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার লিখিত তলবী পত্রের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসারের কাছে পাঠিয়ে উদ্ধার করাবেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, **১৯ বি** ধারায় **১** নং উপধারা অনুযায়ী **বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার** বলতে নিম্নলিখিত অফিসারগণকে বোঝায়—

১। সকল রেভিনিউ অফিসার

২। ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার

৩। মহকুমা ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার

৪। ডেপুটি ডি এল এল আর ও

৫। ডি এল এল আর ও

৬। কালেক্টর বা জেলা শাসক।

আরো বলা দরকার, উপরোক্ত অফিসাররা প্রত্যেকেই ১৮ নং ধারার ১ নং উপধারা এবং ১৭ নং ধারার ১ নং উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার।

১৯ (বি) ১ ধারায় প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কালেক্টর এর কাছে **১৯ বি (২)** ধারায় আপিল করা চলবে। তবে ওই কালেক্টরকে পূর্ববর্তী আদেশদানকারী অফিসারের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে।

ভূমি সংস্কার আইনের ২০ নং ধারার ৩ নং উপধারায় বলা আছে, **বর্গাদার উচ্ছেদের** জন্য আদেশ দিতে হলে বাংলা সনের নির্দিষ্ট মাসে দিতে হবে। এই মাসগুলি হল—

(ক) দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রে যে এলাকাগুলি সরকারিভাবে পার্বত্য এলাকা বলে চিহ্নিত হবে সেগুলির ক্ষেত্রে **পৌষ** অথবা **মাঘ** মাস।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে **চৈত্র** অথবা **বৈশাখ** মাস।

এক্ষেত্রে শর্ত আছে যে, বর্গাদারের চাষ করা ফসল যদি মাঠে থাকে তাহলে তাকে তার ভাগের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ভূমি সংস্কার আইনের **২০ বি** ধারায় বর্গাদার কর্তৃক চাষের অধিকার **সমর্পণ** বা **পরিত্যাগের** কথা আলোচনা করা আছে। বলা আছে

প্রথমত : (১) যদি কোনো বর্গাদার

(ক) তার বর্গা চাষের অধিকার সমর্পণ বা সারেন্ডার করতে চান, অথবা

(খ) স্বেচ্ছায় বর্গা চাষের অধিকার পরিত্যাগ করেন,

সেক্ষেত্রে জমির মালিক, বা সংশ্লিষ্ট বর্গাদার বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি ১৮ (১) ধারায় ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসারের নিকট লিখিতভাবে সেই সমর্পণ বা পরিত্যাগের খবর জানাতে পারেন।

১৮(১) ধারার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বলতে সকল রেভিনিউ অফিসার সহ বি এল এল আর ও, এস ডি এল অ্যান্ড এল আর ও; ও উচ্চতর প্রশাসকদের বোঝাবে।

দ্বিতীয়ত : (২) ওই **লিখিত খবর** পেয়ে, অথবা **নিজের ইচ্ছায়** অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওই অফিসার ফর্ম এফ দ্বারা বর্গাদারকে নোটিশ করে, বর্গাদার ও জমির মালিক উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে; তিনি যেমনটি অনুসন্ধান করা দরকার বোধ করবেন তেমনটি করে, বা যতটা অনুসন্ধান করা উচিত, তার ব্যবস্থা করে; সিদ্ধান্ত নেবেন যে, বর্গাদারটি স্বেচ্ছায় চাষের অধিকার সমর্পণ

করেছেন বা পরিত্যাগ করেছেন কি না।

অর্থাৎ চাষ ছাড়ার ব্যাপারটিতে কোনো রকম আর্থিক সামাজিক বা রাজনৈতিক চাপ কাজ করছে কিনা বা কোনো ভাবে ভয় দেখানো বা অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে কি না সেটা দেখাই উপরোক্ত অফিসারের দায়িত্ব।

ফর্ম-এফ এর বয়ানটি নিচে দেওয়া হল ঃ—

FORM F
(See Rule 12A)
Notice under sub-section .(92) of section 20B

To
Shri.....
(Address).....

Take notice that Shri..... of village..... police sation.....has given information in writing that you use to cultivate his land particulars of which are given below, as a bargadar and that you have surrendered your right.

Voluntarily abandoned
to cultivate in relation to the said land as a bargadar.........
cultivation of the said land

The matter will be heard by the undersigned on......when you may present your case.

Description of the land

তৃতীয়ত : (৩) যদি ওই অফিসার নির্ধারণ করেন যে, বর্গাদারটি স্বেচ্ছায় চাষের অধিকার সমর্পণ বা পরিত্যাগ করেন নি; এবং তাঁকে জোর করে বা অসুবিধায় ফেলে, বা চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে চাষের অধিকার সমর্পণে বা পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে—তখন ওই অফিসার বর্গাদারটিকে ওই জমির বর্গাচাষের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

এরূপ হতে পারে, যে বর্গাদারটি ইতিমধ্যে এমন কোনো স্থানে চলে গেছেন যে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, বা তাঁর ঠিকানার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না; বা তিনি আর কোনোভাবে চাষ করতে সমর্থ নন, বা আগ্রহী নন; সেক্ষেত্রে জমির মালিক কিন্তু কোনোভাবেই নিজের ব্যক্তিগত চাষের আওতায় জমিটি আনতে পারবেন না। বরং তিনি ওই অফিসারের অনুমতি নিয়ে ৪৯ ধারার শর্তাবলীতে যে কোনো একজন ব্যক্তিকে বর্গাদার হিসাবে চাষ করাবেন।

অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ওই জমিতে নতুন একজন ব্যক্তি বর্গাদার হবেন।

পঞ্চমত : (৫) কেউ যদি কোনোভাবে এই আইনের ২০ বি ধারার ৩ নং বা ৪ নং উপধারার বিধানগুলি লঙ্ঘন করেন; সেক্ষেত্রে তাঁর কারাবাস বা অর্থদণ্ড বা উভয়প্রকার দণ্ড হতে পারে। কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত এবং অর্থদণ্ডের

পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হতে পারে।

প. ব. ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনের ২১ নং ধারাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধারায় বলা আছে—

(১) এই আইনের চ্যাপ্টার তিন [অর্থাৎ বর্গাদার সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ]-এ যে সকল অর্ডার এবং প্রসিডিংস (অর্থাৎ আদেশ এবং কর্মপদ্ধতি) বলা আছে, সে সম্পর্কে কোনো দেওয়ানি বিচারালয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং কোনো দেওয়ানি বিচারালয়ে ১৭, ১৮, ১৯ বি এবং ২০বি ধারাগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো মামলা বা প্রসিডিংস গ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) প. ব. বর্গাদার আইন ১৯৫০ অনুযায়ী ভাগচাষ কনসিলিয়েশন বোর্ডে মুলতুবী থাকা সকল মামলা ভাগচাষ অফিসার অর্থাৎ রেভিনিউ অফিসারের কোর্টে স্থানান্তরিত হবে।

(৩) যে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারী বিচারালয়ের সম্মুখে মামলা, মোকদ্দমা, আপিল বা অন্য যে কোনো কার্যাবলী চলাকালীন, কোনো একটি ব্যক্তি বর্গাদার কি না, এরূপ প্রশ্ন উঠলে, ওই বিচারালয়ে রেভিনিউ অফিসারের নিকট জানতে চাইবেন। রেভিনিউ অফিসার যেরূপ সিদ্ধান্ত দেবেন, ওই বিচারালয় সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মামলা, মোকদ্দমা, আপিল বা অন্যান্য কার্যাবলী নিষ্পত্তি করবেন।

(৪) উপরিলিখিত ভাবে বিচারালয়ে কোনো একটি ব্যক্তি বর্গাদার কি না জানতে চাইলে পর, রেভিনিউ অফিসার ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত শুরু করবেন; এবং ওই বিচারালয়ের বিবেচনাধীন প্রশ্নের সকল পক্ষকে শুনানির একটি সুযোগ দিয়ে, সিদ্ধান্ত নেবেন। ওই সিদ্ধান্ত রেভিনিউ অফিসার বিচারালয়কে জানাবেন। ১৯ ধারা অনুযায়ী আপিল না করে ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

প. ব. বর্গাদার রুল ১৯৫৬-র ১৪ এইচ অংশে ২১ নং ধারার ৪ নং উপধারা অনুযায়ী যে তদন্ত করতে হবে তার পদ্ধতি বলা আছে—

প্রথমত : ২১(৩) ধারা অনুযায়ী বিচারালয় জানতে চাইলে, রেভিনিউ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে কেসটির নম্বর ফেলে অন্যান্য বিবরণ দিয়ে অর্ডার শীট প্রস্তুত করবেন এবং বিষয়টি একটি রেজিস্টারভুক্ত করবেন।

দ্বিতীয়ত :, ওই অফিসার দেখবেন যে, বিচারালয় যে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্গাদার কি না জানতে চেয়েছেন, তাঁর নাম ৫১ ধারানুযায়ী বা ২১ ডি ধারানুযায়ী বা ৫০ ধারানুযায়ী খতিয়ানে বর্গাদার হিসাবে উল্লেখ করা আছে কি না; বা খতিয়ানে সন্নিবিষ্ট আছে কি না; বা এই রুলের 'শিডিউল এ' অনুযায়ী সেই লোকটিকে কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে কি না।

তৃতীয়ত :, উপরি লিখিত কোনো কাগজপত্রে বা দলিলে যদি সেই লোকটির নাম 'বর্গাদার' হিসাবে না পাওয়া যায়; তখন ওই অফিসার তদন্ত ও অনুসন্ধান

করে বাস্তব ঘটনা ও তথ্য জানবেন। এজন্য তিনি অন-দি-স্পট এনকোয়ারিও করতে পারেন। তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও কৃষক সংগঠনের সদস্যদেরও জেরা করতে পারবেন।

চতুর্থত :, এইভাবে অর্থাৎ রেকর্ড ঘেঁটে ও সাক্ষীদের জেরা করে অনুসন্ধান করার পর; তিনি নিঃসংশয় হবার জন্য নিজ ইচ্ছামতো আরো নানাভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন। শেষত যাঁর সম্পর্কে বিচারালয় 'বর্গাদার কি না' জানতে চেয়েছেন, তিনি **'যথার্থ অর্থে বর্গাদার কি না'** এই সিদ্ধান্ত নেবেন; এবং তাঁর সিদ্ধান্তের স্বাক্ষরিত কপি বিচারালয়ে পেশ করবেন।

পঞ্চমত :, তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে পয়েন্টগুলি, তদন্তে প্রকাশিত বাস্তব ঘটনার সংক্ষিপ্তসার, এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণগুলি লিপিবদ্ধ থাকবে।

২১ বি। এই ধারায় বলা আছে **কোনো কোনো ক্ষেত্রে** অন্যের জমিতে চাষকারী ব্যক্তিকে বর্গাদার হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। বলা আছে, অন্যের মালিকানাধীন জমিতে যিনি **আইনসম্মতভাবে** চাষ করছেন, এবং ওই চাষকারী ব্যক্তি যদি মালিকের পরিবারের **সদস্য না হন;** সেক্ষেত্রে অন্য যে কোনো আইনে যাই বলা থাক না কেন, চাষকারী ব্যক্তিটিকে ওই জমিতে **বর্গাদার হিসাবে ধরে নেওয়া হবে।** যদি কোনো ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, চাষকারী ব্যক্তিটি বর্গাদার নন এবং জমিটি মালিকের খাস চাষে আছে—তবে তা প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারী ব্যক্তির উপরেই বর্তাবে।

এই ধারাটি প. ব. ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৭ দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে।

২১ ডি ধারায় বর্গাদারের নাম রেকর্ড অফ রাইটস অর্থাৎ খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করার কথা বলা আছে। এছাড়াও ভূমিসংস্কার রুলের ২৩ নং ধারায় (এ) চিহ্নিত বাক্যাংশেও বর্গাদারের নাম **রেকর্ড** করার কথা এবং (বি) চিহ্নিত বাক্যাংশে বর্গাদারের **দখল** লেখার কথা বলা আছে।

প্রথমত : নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রত্যেক রায়তের ক্ষেত্রে তাঁর নিয়োজিত বর্গাদারের নাম রেকর্ড অফ রাইটস-এ লিখতে হবে।

দ্বিতীয়ত : বর্তমান আইনের চ্যাপ্টার ৭-এ-তে যাই বলা থাক না কেন, উপরের ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

এই ধারা অনুযায়ী রেকর্ড অফ রাইট-এ বর্গাদারের নাম লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বর্গাদার রুল ১৯৫৬-র ১৪ আই ধারায় বলা আছে।

(এ) চ্যাপ্টার ৭ এ অনুযায়ী [অর্থাৎ কে. বি.অ্যাটেসটেশন, ৫১ এ ৯১) ও ৫১ এ (৪) ধারার কাজ] রেকর্ড প্রস্তুতি ও রেকর্ড সংশোধন করা কালীন, কর্মরত রেভিনিউ অফিসার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রেকর্ডভুক্ত করবেন।

(১) ৫১ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার রেকর্ড প্রস্তুত ও সংশোধনের বিভিন্ন ধাপগুলিতে বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন।

(২) যে রেভিনিউ অফিসারের সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে অতিরিক্ত পদমর্যাদা আছে, তিনি কোনো মৌজায় অন দি স্পট অনুসন্ধান করে, তাঁর অধস্তন অফিসারকে ওই মৌজার বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আদেশ পালনকারী অফিসার পাবলিক নোটিশ জারি করে, নির্দিষ্ট দিনে, অন দি স্পট অনুসন্ধান করে বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন।

এক্ষেত্রে শর্ত আছে যে, বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করার প্রাক্কালে ওই অফিসার কৃষক সংগঠনের স্থানীয় প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে একটি শুনানির সুযোগ দেবেন।

আরো শর্ত আছে যে, ওই অন দি স্পট অনুসন্ধান করার পাবলিক নোটিশ ওই বিশেষ মৌজার নির্দিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে, সকলে দেখতে পারবেন এমন স্থানে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এই রেকর্ড করার পরবর্তীতে কোনো আপত্তি এলে রেকর্ড সংশোধনের পরবর্তী ধাপে তা বিবেচিত হবে।

(বি) যেখানে রেকর্ড অফ রাইটের চূড়ান্ত প্রকাশনা হয়ে গেছে; অথবা যেখানে রেকর্ড অফ রাইটের সংশোধনের কাজ শুরুই হয়নি (অর্থাৎ যেখানে চ্যাপ্টার ৭ এ চালু নেই) সেখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত হবে—

(১) ৫০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার, বর্গাদারের আবেদন ক্রমে অথবা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, তদন্ত করে ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে শুনানির একটি সুযোগ দিয়ে বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন।

(২) ৫০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার যদি মনে করেন ওই বিশেষ মৌজায় বহু সংখ্যক বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত হয়ে ওঠেনি, তখন তিনি অন দি স্পট তদন্ত করে, যথাবিহিত শুনানি করে বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং বর্গাদারটিকে একটি প্রমাণপত্র দেবেন। এছাড়া তিনি সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা রায়তকেও এ ব্যাপারে জানাবেন। প্রমাণপত্রটি ৮ বি ফর্মে হবে। ৮ বি ফর্মের বয়ান নিচে দেওয়া হল ঃ

FORM NO 8B [SEE RULE 21(2)]

ফর্ম নং ৮ বি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক নং...

তারিখ...

বর্গাদার প্রমাণ পত্র

(১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার নিয়মাবলীর ২১(২) নং বিধি অনুযায়ী যথাবিধি তদন্তের পর শ্রী...

পিং.................................

সাং.................................

জিলা.................................

নিম্নবর্ণিত জমিতে বর্গাদার স্থিরীকৃত হওয়ায় মৌজা রেকর্ডে অনুরূপ পরিবর্তিত অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

জেলা..........................

থানা..........................

মৌজা..........................

জে. এল. নং..........................

খতিয়ান নং..........................

দাগের মোট জমির পরিমাণ..........................

দাখিলীকৃত অংশের মোট জমির পরিমাণ..........................

স্বাক্ষর

রাজস্ব আধিকারিক

(১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের ৫০ ধারা মতে।)

ভূমি সংস্কার দপ্তরে ১৮(১) ধারার ক্ষমতাসম্পন্ন আধিকারিক অর্থাৎ রাজস্ব আধিকারিকের কাছে বেআইনি বর্গাদারের উচ্ছেদের জন্য এভাবে দরখাস্ত করতে পারেন—

বয়ান ১। যেখানে বর্গাদার ফসলের ভাগ দিতে চান না।

মাননীয় বি এল এল আর ও মহাশয়
এবং ভূমি সংস্কার আইনের ১৮(১) ধারায় ক্ষমতাসম্পন্ন আধিকারিক,
ব্লক, থানা........., জেলা.........।
বিষয়......... বেআইনি বর্গাদার উচ্ছেদের দরখাস্ত
সূত্র.........দাগ নং........., মৌজা........., জে এল নং........., জমির পরিমাণ.........,
এল আর খতিয়ান নং........., থানা.........,

মহাশয়,

আমি শ্রীমতী গৌরীবালা সরকার, স্বামী প্রয়াত অসীম সরকার, গ্রাম ও পোস্ট.........., থানা........., আপনাকে জানাচ্ছি যে আমি উপরোক্ত সম্পত্তিতে যথার্থ মালিক এবং খতিয়ানভুক্ত রায়ত। আমি প্রতি বৎসর নিয়মিত খাজনা দিই। আমার এই সম্পত্তিতে শ্রীগোপাল দাস পিতা শ্রীগোবিন্দ দাস নামে বর্গা রেকর্ড আছে। এই জমিতে আমার প্রয়াত স্বামী গোপাল দাসকে বর্গা নিয়োগ করেছিলেন। তখন তিনি আমার স্বামীর জমির মালিক হিসাবে ফসল বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার স্বামীর অবর্তমানে এই গোপাল দাস আমাকে জমির ফসলের ভাগ দিতে চাইছেন না। আমি তাঁর বাড়ি গিয়ে বৈধ মালিক হিসাবে ফসলের ভাগ চাইতে গিয়ে হেনস্তা হয়েছি। তারপর রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়েও ফসলের ভাগ চেয়েছি। এই চিঠির প্রতিলিপি আপনাকে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের আর আইকে দিয়েছিলাম। তার রশিদও নিয়েছি। বলা দরকার গোপাল দাস রেজিস্ট্রি চিঠিখানি গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আমি বিধবা এবং নিঃসন্তান। গোপাল দাস সে কারণেই আমাকে দুর্বল ভেবে বঞ্চনা করতে চাইছেন। আমি জমির বৈধ মালিক এবং নিয়মিত খাজনাদাতা হিসাবে এমন অসাধু ব্যক্তিকে আমার জমিতে বর্গাদার রাখতে চাই না। এই জমিতে আমি বিপুল সাহা পিতা দীননাথ সাহাকে বর্গাচাষী হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করছি।

আমি ভূমি সংস্কার আইনের ১৭(১)সি ধারায় ব্যবস্থা অনুযায়ী আপনার কাছে এই গোপাল দাসের এই জমিতে চাষ হতে অপসারণ এবং বিপুল সাহার বর্গাদার হিসাবে নিয়োগ প্রার্থনা করছি।

এই বিপুল সাহা একজন ভূমিহীন চাষী। গোপাল সাহার বদলে তাকে নিয়োগ করলে ভূমিসংস্কার আইনের মূল বক্তব্য লঙ্ঘন করা হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

নমস্কার সহ

তারিখ.....................

জ্ঞাতার্থে প্রতিলিপি

১ কালেক্টর তথা ডি এল আর ও, ...জেলা।

২ পঞ্চায়েত প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত।

বয়ান ২। যেখানে বর্গাদার অন্য ধরনের পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

মাননীয় বি এল এল আর ও মহাশয়

এবং ভূমিসংস্কার আইনের ১৮(১) ধারায় ক্ষমতা সম্পন্ন আধিকারিক,

ব্লক, থানা.........., জেলা...........।

বিষয়—বেআইনি বর্গাদার উচ্ছেদের দরখাস্ত

সূত্র....... দাগ নং......., মৌজা......., জে এল নং......., জমির পরিমাণ......., এল আর খতিয়ান নং......., থানা.......

মহাশয়,

আমি শ্রীনিত্যানন্দ পাল পিতা বিশ্বনাথ পাল গ্রাম ও পোস্ট......., থানা......., আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার উপরোক্ত জমিতে জনৈক রতনচন্দ্র পাল পিতা বিমান পাল সাং নামে বর্গা রেকর্ড আছে। এই রতন পাল নামে ব্যক্তি নিজে চাষ করেন না। অতীতে কোনো এক সময় নিজে হাতে চাষ কাজ করলেও গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এই বিদ্যালয়ে সরকরি কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া হয়। রতন পাল নিজে চাষ করতে না পারার জন্য বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন লোক লাগিয়ে চাষ করাচ্ছেন। এছাড়া সম্প্রতি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠায় আমাকে ফসলের ভাগ দিতে চান না। গত ফসল ওঠার পরে আমি এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাঁর এই অন্যায় কাজকর্ম বাবদে জানানোয় তিনি সামান্য কিছু টাকা আমায় ধরে দেন। আমার তখন নগদ টাকার বিশেষ দরকার ছিল বলে সেই টাকা আমি নিই। এখন, আমার নিজের জমি আমি লোক লাগিয়ে চাষ করাতে চাই। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুবাদে এবং সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নেওয়া ও অন্য লোককে দিয়ে চাষ করানোর সূত্রে রতন পাল-এর নামে আমার জমিতে বর্গা রেকর্ড থাকা উচিত নয় বলে মনে করি। দয়া করে ভূমি সংস্কার আইনের ১৭(১) বি ধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বর্গাদারের অপসারণ ঘটিয়ে আমাকে বাধিত করিবেন।

নমস্কার সহ

তারিখ.......................

জ্ঞাতার্থে প্রতিলিপি

১ কালেক্টর তথা ডি এল আর ও, ...জেলা।

২ পঞ্চায়েত প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত।

বয়ান ৩। যেখানে জমিটি কৃষিকাজের যোগ্য নয়।

মাননীয় বি এল এল আর ও মহাশয়

এবং ভূমিসংস্কার আইনের ১৮(১) ধারায় ক্ষমতা সম্পন্ন আধিকারিক,

ব্লক, থানা.........., জেলা...........।

বিষয়—বেআইনি বর্গাদার উচ্ছেদের দরখাস্ত

সূত্র...... দাগ নং......., মৌজা......., জে এল নং......., জমির পরিমাণ......., এল আর খতিয়ান নং......, থানা.......

মহাশয়,

আমি শ্রীমতী গৌরীবালা সরকার, স্বামী প্রয়াত অসীম সরকার, গ্রাম ও পোস্ট......., থানা......., আপনাকে জানাচ্ছি যে আমি উপরোক্ত সম্পত্তিতে যথার্থ মালিক এবং খতিয়ানভুক্ত রায়ত। সম্পত্তিটি একটি পুকুর। আমি প্রতি বৎসর নিয়মিত খাজনা দিই। আমার এই সম্পত্তিতে শ্রীগোপাল দাস পিতা শ্রীগোবিন্দ দাস নামে বর্গা রেকর্ড আছে। শ্রীগোপাল দাস আমার স্বামীর পিসতুতো ভাই। আমার স্বামী পোস্ট অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এবং তাঁকে নানা স্থানে বদলী হয়ে কাজ করতে হত। ভাই হিসাবে তিনি আমার স্বামীর পুকুরে মাছ চাষ দেখাশোনা করতেন। আমার স্বামীকে মাঝেমধ্যেই নগদ টাকাও দিয়ে যেতেন। স্বামী তাঁকে অগাধ বিশ্বাসও করতেন। ওঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে রক্ত সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রীগোপাল দাস পিতা শ্রীগোবিন্দ দাস এই পুকুরে বর্গা রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। আমার স্বামী মৃত্যুর আগে এই রেকর্ডিং-এর কথা জানতে পারেন এবং মর্মাহত হন। আমি যেটুকু আইন বুঝি তাতে পুকুরে বর্গা রেকর্ড হওয়া সংগত নয় বোধ হয়। এখন এই পুকুরে আমি নিজ পরিচালনায় মাছ চাষ করতে চাই। আপনি আমার পুকুর থেকে শ্রীগোপাল দাস পিতা শ্রীগোবিন্দ দাস-এর বর্গা অধিকার বেআইনি ঘোষণা করে ও বিলোপ করে ন্যায় রক্ষা করবেন।

নমস্কার সহ

তারিখ.......................

জ্ঞাতার্থে প্রতিলিপি

১ কালেক্টর তথা ডি এল আর ও, ...জেলা।

২ পঞ্চায়েত প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত।

বয়ান ৪। যেখানে বর্গাদার জমির ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করছেন।

মাননীয় বি এল এল আর ও মহাশয়

এবং ভূমিসংস্কার আইনের ১৮(১) ধারায় ক্ষমতা সম্পন্ন আধিকারিক,

ব্লক, থানা.........., জেলা...........।

বিষয়—বেআইনি বর্গাদার উচ্ছেদের দরখাস্ত

সূত্র....... দাগ নং......., মৌজা......., জে এল নং......., জমির পরিমাণ......., এল আর খতিয়ান নং......, থানা.......

মহাশয়,

আমি শ্রীনিত্যানন্দ পাল পিতা বিশ্বনাথ পাল গ্রাম ও পোস্ট........., থানা.........., আপনাকে জানাচ্ছি যে আমার উপরোক্ত জমিতে জনৈক রতনচন্দ্র পাল পিতা বিমান পাল সাং.........নামে বর্গা রেকর্ড আছে। কিন্তু রতনবাবু বেশ কিছুদিন হল মারা গিয়েছেন। তাঁর চার পুত্র, স্ত্রী এবং দুই কন্যা, এই মোট সাত জন ওয়ারিশ আছেন। রতনবাবু আমার বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওঁর পুত্রদের ডেকে আমি আমার জমিতে ওঁরা কে চাষকাজ করবেন তা জানতে চাই। কিন্তু সে ব্যাপারে ওঁরা কোনো সদুত্তর দেন নাই। তখন আমি এ ব্যাপারে আপনাকে জানাই। এ ব্যাপারে রশিদ পেয়েছি ও আপনি চাইলে দেখাতে পারব। কিন্তু আপনি কোনো নোটিশ করেছেন কিনা জানতে পারিনি। যাই হোক কিছুদিন জমিটি ফেলে রাখার পর ওঁরা কোনো ব্যক্তির পরামর্শে স্থানীয় একটি ইটভাটায়

যোগাযোগ করে মাটি বিক্রি করছেন। আমি মনে করি চাষের জমি থেকে কালেক্টরের বিনা অনুমতিতে কেউই মাটি কাটতে ও মুনাফার জন্য বেচতে পারেন না। আমি এই ব্যাপারে মৌখিক ও লিখিতভাবে তাদের বারণ করলেও তারা জমির রায়ত হিসাবে আমার কথাকে এবং লিখিত অনুরোধকে কোনো গুরুত্ব দেননি। আমার রেজিস্ট্রি করা চিঠির অনুলিপি ও প্রমাণ দিলাম। যাই হোক জমিতে এখন বর্গাদারের পুত্রগণ চাষ করছেন না, এবং মাটি কেটে বেচে দিয়ে জমিটিকে চাষের অযোগ্য করে দিয়েছেন। এই সূত্রে আপনি রতন পালের ছেলেদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিলে বাধিত হই—

১. অবিলম্বে বেআইনি মাটি কাটা ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেবেন।

২. রেকর্ডভুক্ত বর্গাদার না হয়ে জমি অন্যায়ভাবে দখল করার সূত্রে তাদের মৃত পিতার নাম রেকর্ড থেকে অপসারণ করে জমিটিকে বর্গামুক্ত ঘোষণা করুন।

৩. যাতে জমিটি পূর্বের চরিত্র ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করুন।

আপনার অবগতির স্বার্থে মৃত রতন পালের চার ছেলের নাম ঠিকানা দিলাম।

নমস্কার সহ

তারিখ......................

জ্ঞাতার্থে প্রতিলিপি

১ কালেক্টর তথা ডি এল আর ও, ...জেলা।

২ পঞ্চায়েত প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত।

এই ধরনের দরখাস্ত সাদা কাগজের একপিঠে গোটা গোটা অক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে, কাগজের উপরে দশটাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সেঁটে, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সাথে জুগিয়ে, নোটিশের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিলিপি দিয়ে বি-এল-এল-আর-ও অফিসে জমা করে ফোটোকপির উপর রশিদ নেবেন। রশিদ একটি প্রয়োজনীয় কাগজ। দরখাস্ত জনা পড়ার পর যুক্তিসংগত সময় অতিবাহিত হলেও বি-এল-এল-আর-ও ব্যবস্থা না নিলে তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ প্রয়োগের কথা ভাবতে পারবেন।